১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ঢাকা।

লোকালাইজেশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (LTWG)-বাংলাদেশ-এর প্রতি খোলা চিঠি

স্থানীয় এনজিওর (LNGO) সংজ্ঞা নিয়ে কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে? আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য সংস্থাও আন্তর্জাতিক এনজিও (INGO)। স্থানীয় এনজিও নেতৃবৃন্দকে সুযোগ দেওয়ার সময় এসেছে।

লোকালাইজেশন টেকনিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রিয় বন্ধুগণ

(১) **এই খোলা চিঠিটির প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য:** এই চিঠিটির মূল প্রসঙ্গ এলটিডব্লিউজি'র 'চেয়ার' নির্বাচন, গ্রুপটির চেয়ার নির্বাচিত করা হয়েছে একটি আন্তর্জাতিক এনজিও (আইএনজিও)-কে, যেটি আন্তর্জাতিক একটি ফেডারেশনের সদস্য। আইএনজিওটি নিজেকে একটি স্থানীয় এনজিও এবং পাশাপাশি জাতীয় এনজিও হিসেবেও দাবি করে। সংস্থাটি তার আন্তর্জাতিক কনফাডেরশন প্রকাশিত স্থানীয়করণ বিষয়ক একটি বিশেষ প্রকাশনায় এই ধরনের দাবি করেছে। বাংলাদেশে সংস্থাটি নিজেকে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও হিসেবে দাবি করে, কারণ তারা বলে যে, সংস্থাটি এখানে যথাযথ আইনী কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিবন্ধনপ্রাপ্ত। তবে সকল আইএনজিও এটা দাবি করে না, আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের অঙ্গীভূত কিছু কিছু আইএনজিও এ ধরনের দাবি করে থাকে। আমরা বিডিসিএসও প্রসেস (BDCSOProcess) এই ধরণের দাবির বিরোধিতা করছি। লোকালাইজেশন মার্কার ওয়ার্কিং গ্রুপ (LMWG) এবং আইএএসসি (ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি-IASC)- তে স্থানীয়করণ সংক্রান্ত বৈশ্বিক আলোচনায় আইএনজিওদের এই ধরনের দাবির তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সব স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও। আমরা মনে করি, এলটিডব্লিউজি'র শুরুতেই এমন একটি বিতর্কিত বিষয়ে জড়িয়ে পড়া এবং স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলির ইতিমধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া সংজ্ঞা নিয়ে কোনও জটিলতা তৈরি করা উচিৎ নয়। এই খোলা চিঠিতে বিডিসিএসওপ্রসেস তার অবস্থান, এই অবস্থানের স্বপক্ষে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল-যুক্তিগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছে, বিশেষ করে এলটিডব্লিউজি'র কার্যক্রমে যেসব ভুল-অনাকাঙ্ক্ষিত বার্তা বা নজির তৈরি হচ্ছে- সেগুলোও স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করা হচ্ছে এই খোলা চিঠিতে।

আমরা মনে করি, একটি অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরি করা আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর তহবিল সংগ্রহের কোনও কাঙ্ক্ষিত উপায় হতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলির সার্বভৌম এবং টেকসই বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করবে, সার্বভৌম এবং টেকসই এনজিও-সিএসও বিকাশ গ্র্যান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতিমালার মতো উন্নয়ন কার্যকারিতা বাস্তবায়নের সমর্থক বিভিন্ন দলিলের মূল চেতনা। তাই এ ধরনের প্রচেষ্টা স্থানীয় নেতৃত্ব বিকাশের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সংগ্রামকে পরাজিত করে। আমরা, স্থানীয় ও জাতীয় স্তরের এনজিওগুলি বিশ্বাস করি, আমাদের মতো দেশে আইএনজিও এবং ইউএন এজেন্সিগুলির উচিৎ মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পরিপূরক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভূমিকা পালন করা। কিছু কিছু আইএনজিও ইতিমধ্যে এমন ধরনের ভূমিকা সাফল্যের সঙ্গে রাখছে।

এই খোলা চিঠির মূল প্রসঙ্গ এলটিডব্লিউজি'র ৩১ সেপ্টেম্বর তারিখের সভা এবং এবং গত ৩০ আগস্ট আপনাদেরকে পাঠানো আমাদের সমন্বয়কারী রেজাউল করিম চৌধুরীর পত্র। প্রথমে তিনি গ্রুপের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের সাথে আলাদাভাবে এবং পরবর্তিতে এলটিডব্লিউজি স্টিয়রিং গ্রুপের (ইউএনআরসি কর্মকর্তারা, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ, এবং নিরাপদ)-এর সাথে এলটিডব্লিউজি'র বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের আপত্তি/উদ্বেগগুলো তুলে ধরেছেন। আমরা আমাদের সম্ভাব্য সকল অংশীজনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে বিশ্বাসী। এখানে আমরা বাংলাদেশী এনজিও / সিএসও-র একটি ফোরাম বিডিসিএসওপ্রসেসের পক্ষ থেকে আমাদের মূল উদ্বেগ-আপত্তিগুলো তুলে ধরছি। প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ (২০০৭), ওয়ার্ল্ড হিউম্যানিটারিয়ান সামিট / গ্র্যান্ড বারগেন (২০১৪-২০১৬), সহায়তার কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতার আলোচনা (মন্টেরে ২০০৩ থেকে নাইরোবি ২০১৬)-সহ বিভিন্ন বৈশ্বিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা আছে বিডিসিএসওপ্রসেস এবং এর সচিবালয়ের নেতৃবৃন্দের। এই সমস্ত বিষয়ে দেশব্যাপী সচেতনতা তৈরি এবং প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সুনির্দিষ্ট দাবিসমূহ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই প্রক্রিয়া নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে (২০১৭ - ২০১৯), এবং ২০১৯ সালে একটি জাতীয় সম্মেলনের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি 'জবাবদিহিতার সনদ' এবং 'প্রত্যাশার সনদ' ঘোষণা করে। জবাবদিহিতার সনদে বাংলাদেশের স্থানীয় ও দেশীয় এনজিওগুলো কিভাবে নিজেদের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করবে সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতিমালা এবং প্রত্যাশার সনদে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলো সরকার, আইএনজিও এবং জাতিসংঘের কাছে কী আশা করে সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়।

(২) **এলটিডব্লিউজি যেহেতু স্থানীয়করণ নিয়ে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে (স্থানীয়/জাতীয় এনজিও, আইএনজিও ও জাতিসংঘ সংস্থা), এক্ষেত্রে সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যেতে গ্রুপ পর্যায়ে কিছু বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ।** জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারী (ইউএনআরসি) অফিসের কর্মচারিরা যেখানে সম্পৃক্ত সেখানে স্থানীয়/জাতীয় এনজিও, আইএনজিও, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থার কাজ করার ক্ষেত্রে **আমরা সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা (স্বার্থের দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত), ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ আশা করি।** কিন্তু এটি ঠিক এভাবে করা হয়নি। তিনটি স্বতন্ত্র গ্রুপের নেতৃবৃন্দের সাথে এবং বিশেষ করে স্থানীয়করণ বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রচারণায় সম্পৃক্ত বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করা যেতো। ইমেইলের পর ইমেইল পাঠিয়ে এই অন্য কিছু করা গেলেও ঐকমত্য তৈরি করা যায় না। আর এ কারণেই বিভিন্ন বিতর্ক তৈরি হচ্ছে। এই বিষয়টিকে এইচটিটিটি (হিউম্যানিটারিয়ান কো-অর্ডিনেশন টাস্ক টিম) এর সাথে সংযুক্ত করা সংগত হয়েছে কিনা সেটা নিয়ে আমাদেরকে ভাবতে হচ্ছে, কারণ এই প্রক্রিয়াটি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে এবং এর সার্বজনীনতা নিয়ে আমাদের প্রশ্ন রয়েছে।

(৩) **এই গ্রুপের নেতৃত্বে থাকা ইউএনআরসি অফিস, স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ, এবং নিরাপদ, কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় এনজিও প্লাটফরম (NGOP) যেসব দ্বন্দ্ব এবং অভিজ্ঞতার মোকাবেলা করছে, তার থেকে পাওয়া শিক্ষাগুলো এড়িয়ে গেছেন।** এনজিওপিকে স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওর জন্য তিনটি পৃথক ভোটিং বিভাগ রাখতে হচ্ছে। প্লাটফরমটি কেবলমাত্র তথ্যের একটি উৎস হিসেবে কাজ করছে, অধিপরামর্শ বা এডভোকেসিতে এটি তেমন কোনও ভূমিকা রাখতে পারছে না, কারণ সংস্থাটি পরিপূরকতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেনি। এ ধরনের প্লাটফর্মের নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা সমৃদ্ধ মানুষের অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন।

(৪) **পরিপূরক ভূমিকা এবং অন্তর্ভুক্তি। মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংস্থা এবং আইএনজিওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে । আমরা পরিপূরক ভূমিকা এবং অন্তর্ভুক্তিতে বিশ্বাসী।** কোনও সংস্থাই দাবি করতে পারে না যে, মানবিক সংকট মোকাবেলা করার সমস্ত সক্ষমতা তাদের আছে। জাতিসংঘের এজেন্সি, আইএনজিও, স্থানীয় / জাতীয় এনজিও-সবারই প্রয়োজন আছে, কিন্তু এদের প্রত্যেকের ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া উচিৎ। আমরা বিশ্বাস করি, জাতিসংঘ এবং আইএনজিওগুলো বিশ্বব্যাপী মানবিক ইস্যুগুলো তুলে ধরা, তহবিল সংগ্রহ, গবেষণার ক্ষেত্রে দারুণ ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন, একটি আইএনজিও রোহিঙ্গাদের অধিকারের কথাগুলো বিশ্বব্যাপী তুলে ধরার জন্য বিশ্বব্যাপী অবস্থানরত রোহিঙ্গাদেরকে নিয়ে আন্তর্জাতিক Diaspora অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে। আইএনজিওগুলো রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিশ্বনেতৃবৃন্দকে একত্রিত করতে, ধর্মীয় বিশ্বাসভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীকে মিয়ানমার জান্তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এবং এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব ভাগাভাগির ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। বাংলাদেশ কেবল ১১ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয়ই দেয়নি, দেশটি নিজেও নানা সমস্যা মোকাবেলা করছে, যেমন- জলবায়ু পরিবর্তন। বাংলাদেশের এসব সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আইএনজিওগুলোর আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ভূমিকা থাকতে পারে। কোভিড ১৯ পরবর্তী পরিস্থিতিতে আইএনজিও এবং জাতিসংঘের সংস্থাগুলি সংকীর্ণ-উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এবং মানবিক দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব বিকাশে ভূমিকা নিতে পারে। গ্র্যান্ড বারগেনে বলা হয়েছে যে, সব পক্ষই সংকট মোকাবেলায় একটি টেকসই এবং জবাবদিহিতাসমৃদ্ধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে কাজ করবে, আর এ কারণেই আমরা স্থানীয় পর্যায়ে এনজিওদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অগ্রাধিকার দাবি করি। সুতরাং, আমরা জাতিসংঘের এজেন্সিগুলি এবং আইএনজিওগুলিকে অনুরোধ করবো- তারা যেন বাংলাদেশের মতো সাহায্য গ্রহীতা দেশগুলোতে মনিটরিং এবং প্রযুক্তিগত সহায়তায় তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখে, মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিচালনা এবং বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেয় স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলোর কাছে, যাতে স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়িত্বশীলতা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং তারা যেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দায়িত্বে থাকে, যা খুবই অপ্রতুল।

(৫) **বৈশ্বিক প্রতিশ্রুতির আলোকে একটি দল বা টিমের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন 'ভূমিকার বিভাজন'।** গ্র্যান্ড বারগেন এবং সি৪সি'র (C4C) আলোকে আমাদের নিজস্ব দক্ষতা-সক্ষমতা এবং অবস্থানগত সুবিধার আলোকে প্রথমেই ভূমিকার বিভাজন করে নিতে হবে। এর ভিত্তিতে জাতিসংঘের সংস্থা, আইএনজিও এবং স্থানীয় /জাতীয় এনজিওগুলির সমন্বয়ে একটি টিম থাকতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি ইউএন এজেন্সি এবং আইএনজিওগুলো (ক) স্বচ্ছতার ও প্রতিযোগিতামূলক নীতিমালার ভিত্তিতে এবং স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত নীতি ও মানদণ্ড ভিত্তিক অংশীদার নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, (খ) প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ-এর ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব চুক্তি করে একং সেই নীতিমালা বাস্তবায়ন করে, যা স্থানীয় এনজিওগুলির নেতৃত্ব বিকাশের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বৈকি এবং (গ) **জাতিসংঘের এজেন্সি এবং আইএনজিওগুলোকে তথাকথিত "দক্ষতা উন্নয়ন" ধারণার পরিবর্তে 'দক্ষতা বিনিময়' পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। দক্ষতা উন্নয়ন ধারণাটি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া একটি কৌশল এবং এটি একটি ঔপনিবেশিক ধারণা। স্থানীয়/জাতীয় এনজিওগুলোর কিছু সহজাত সক্ষমতা রয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে মানিবক সংকটে দায়বদ্ধতাসমৃদ্ধ সাড়া প্রদানের জন্য অপরিহার্য।**

(৬) **এই খোলা চিঠিটির বিষয়বস্তু এলটিডব্লিউজি'র যেসব বিষয়ে আপত্তি-উদ্বেগ জানানো: (ক) একটি আইএনজিওকে চেয়ার করার বিষয়টি,** একটি স্থানীয় এনজিওকে এই দায়িত্বটি দেওয়া উচিৎ ছিলো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উক্ত আইএনজিও'র কাজের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে, (খ) প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিগত ঘাটতি, কারণ এলটিডব্লিউজি বিভিন্ন ধরনের এনজিও, জাতিসংঘ সংস্থা এবং অন্যদের সঙ্গে কাজ করছে। এই বিষয়ে আমাদের উদ্বেগুলো নিম্নরূপ:

(ক) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন দলিল-চুক্তি বিশ্লেষণ করে চেয়ার মনোনীত হওয়া উক্ত আইএনজিওকে আমরা একটি আন্তর্জাতিক এনজিও হিসেবে বিবেচনা করি, **তাই সংস্থাটির উচিৎ নয় 'চেয়ার' হিসেবে এলটিডব্লিউজি'র নেতৃত্ব দেওয়া, এলটিডব্লিউজি'র নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ কোনও স্থানীয় এনজিওকেই। এই আইএনজিওকে এলটিডব্লিউজি'র চেয়ার করা হলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ সম্বন্ধে একটি ভুল বার্তা যাবে, ধরে নেওয়া হবে যে, বাংলাদেশি স্থানীয় / জাতীয় এনজিওসমূহ আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের অঙ্গীভূত এমন একটি এনজিওকে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও হিসেবে মেনে নিয়েছে, অথচ এই বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে।**

(খ) **আইএনজিওটি একটি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের সদস্য হওয়ায়, সংস্থাটি বিভিন্ন দেশে থাকা ফেডারেশনের অন্য সদস্যদের কাছ থেকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী সংস্থাটি অন্যান্য দাতা সংস্থার পাশাপাশি তার ১৭টি সদস্য প্রতিষ্ঠান থেকে এ ধরনের আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে থাকে।**

(গ) এটা করা হলে অনেক আন্তর্জাতিক এনজিও (আইএনজিও) যেসব দেশে কাজ করছে, সেসব দেশের নাগরিকদেরকে তাদের বোর্ডে স্থান দিয়েই স্থানীয়/জাতীয় এনজিও হিসেবে নিজেদেরকে দাবি করার জন্য উৎসাহিত হবে। এতে করে স্থানীয়/জাতীয় এনজিওসমূহের জন্য বিভিন্ন দাতা সংস্থার যে ২৫% তহবিল বরাদ্দ হয়, সেই তহবিল সংগ্রহের জন্য স্থানীয়/জাতীয় এনজিওসমূহের সঙ্গে এসব আইএনজিওসমূহ অসম একটি প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করতে পারে। স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশ থেকে আইএনজিওগুলো তহবিল পাচ্ছে, যা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। **এর মাধ্যমে এই আইএনজিওগুলো স্থানীয়/জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য একটি সুষম প্রতিযোগিতার পরিবেশ তৈরিতে বাধা তৈরি করছে। স্থানীয়করণে বিশ্বাসী হলে এসব আইএনজিওকে অবশ্যই স্থানীয়/জাতীয় এনজিওগুলোর জন্য একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে, তাদেরকে তহবিল সংগ্রহ এবং নেতৃত্ব প্রদানের কাজগুলো শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সীমিত রাখতে হবে।**

(ঘ) **কিছু আইএনজিও এবং জাতিসংঘের কিছু সংস্থা বাংলাদেশস্থ বিভিন্ন দূতাবাস এবং দাতাসংস্থার কাছ থেকেও তহবিল সংগ্রহ করছে, আমরা এই বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন। কারণ এর মাধ্যমেও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও আইএনজিওগুলো স্থানীয়/জাতীয় এনজিওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হচ্ছে। রাষ্ট্র এবং সমাজে জবাবদিহিতা এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই সুশীল সমাজ সংগঠন বা স্থানীয় এনজিও বিকাশের লক্ষ্য থেকে এই ধরনের পরিস্থিতি সুস্পষ্ট বিচ্যুতি কিনা- আমরা সেই প্রশ্নটি রাখতে চাই।**

(ঙ) **আমরা কিছু ব্যতিক্রমের কথাও জানি। কিছু আইএনজিও ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে, তারা জাতীয় পর্যায় থেকে কোনও তহবিল সংগ্রহ করবে না,** যাতে করে স্থানীয়/জাতীয় এনজিওর জন্য কোনও অসম প্রতিযোগিতার তৈরি না হয়। তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

(৭) এলটিডব্লিউজি'র কার্যক্রমে **প্রক্রিয়াজনিত তিনটি সমস্যা রয়েছে:**

(ক) স্থানীয়/জাতীয় এনজিও, আইএনজিও ও জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সাথে স্থানীয়করণটি নিয়ে কিভাবে সামনে এগিয়ে নেওয়া যায় **সেই বিষয়ে এলটিডব্লিউজি প্রক্রিয়াটির কোনও সুনির্দিষ্ট ঐকমত্য বা সিদ্ধান্ত নেই** (কার্যসূচি-কর্মোপদ্ধতি, বৈচিত্রপূর্ণ বিভিন্ন সংস্থার মধ্যকার স্থানীয়করণ বিষয়ক মতপার্থক্য দূরীকরণ উপায় বিষয়ে এর সুনির্দিষ্ট ও পূর্বনির্ধারিত কোনও পদ্ধতি নেই)।

(খ) এলটিডব্লিউজি **কোথায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করবে তা স্থির করেনি।** উদাহরণস্বরূপ, এখন সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয়করণের একটি রূপরেখা বা রোডম্যাপ প্রণয়ন করা, এই বিষয়ে ঐকমত্য তৈরি করা। এই গ্রুপ কে নেতৃত্ব দিবে সেটা নিয়ে আলোচনা করার সময় এটা নয়। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে এক্ষেত্রে সক্রিয় বিডিসিএসও'র মতো নেটওয়ার্ক আছে, যারা বৈশ্বিক স্তরেও স্বীকৃত।

(গ) **স্থানীয়করণ নিয়ে সক্রিয় বিদ্যমান নেটওয়ার্কগুলিকে চিহ্নিত করা হয়নি, এই নেটওয়ার্কগুলোর অবস্থান কী, তাদের কাছে জ্ঞানভিত্তিক কী উপকরণ আছে, কী ধরনের শিক্ষণীয় উপকরণ আছে-** সেসব বিষয়ে কোনও বিশ্লেষণ করেনি এলটিডব্লিউজি। এই গ্রুপ বিডিসিএসওপ্রসেস (www.bd- cso-ngo.net) এর মতো নেটওয়ার্ককে এড়িয়ে গেছেন, যাদের স্থানীয়করণ বিষয়ে বিস্তর প্রচারণা, সুনির্দিষ্ট অবস্থান এবং জ্ঞান/ শিক্ষণ সংক্রান্ত প্রচুর উপকরণ রয়েছে। একইভাবে, তারা কক্সবাজার ভিত্তিক নেটওয়ার্ক সিসিএনএফ (www.cxb-cso-ngo.net) কেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না, অথচ সিসিএনএফ'রও স্থানীয়করণ নিয়ে দীর্ঘদিনের প্রচুর কার্যক্রম রয়েছে, রয়েছে জ্ঞান ভিত্তিক উপকরণ। জাতিসংঘের উদ্যোগে এবং আইএফআরসি ও ইউএনডিপি'র নেতৃত্বাধীন এলটিএফ (স্থানীয়করণ টাস্ক ফোর্স) গঠনের ক্ষেত্রে অবদান আছে সিসিএনএফেরও। প্রক্রিয়াজনিত এসব ঘাটতির কারণে এলটিডব্লিউজি বিভ্রান্তি / দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে, বা পুরাতন কোনও বিষয়কে 'তথাকথিত নতুন কোনও কিছু আবিষ্কার' হিসেবে জাহির করার প্রবণতা তৈরি হতে পারে।

(ঘ) **যে কারো পক্ষে এটা সহজে অনুমেয় যে, এ জাতীয় পরিস্থিতিতে এলটিডব্লিউজি প্রক্রিয়া'র ফলাফল শেষ পর্যন্ত বড় বড়/প্রভাবশালী কিছু সংস্থা বা গোষ্ঠীর অনুকূলেই চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, যা শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং স্থানীয় /জাতীয় এনজিওগুলির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করবে এবং এর নেতৃত্বের ক্ষতি করবে।** গ্র্যান্ড বারগেন প্রতিশ্রুতি, প্রিন্সিপাল অব পার্টনারশিপ, চার্টার ফর চেঞ্জের মতো দলিলগুলোতে, এমনকি কবিড ১৯ এর সময়ে স্থানীয়করণের বিষয়ে প্রদত্ত ইন্টার এজেন্সি স্ট্যান্ডিং কমিটি'র প্রকাশিত নির্দেশাবলীতেও স্থানীয়করণের মূল চেতনা হিসেবে স্থানীয়/জাতীয় এনজিও'র নেতৃত্বের উল্লেখ করা হয়েছে। তহবিল সংকটের বর্তমান পরিস্থিতির বাস্তবতায়, তহবিল সংগ্রহে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং আইএনজিওগুলো কিছুটা এগিয়ে থাকায় এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতার তৈরি হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত স্থানীয়/জাতীয় এনজিও'র স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

(৮) স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও'র সংজ্ঞা নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি নেই। ৩১ আগস্টের বৈঠকে আমাদের কয়েকজন বন্ধু এটা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে, স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও'র সংজ্ঞা নিয়ে এখনো বিভ্রান্তি আছে এবং এসব বিষয়ে এখনো নির্ধারিত কোনও সংজ্ঞা নেই। আমাদের খুব সাধারণ জ্ঞান দিয়েই আমরা স্থানীয়, জাতীয় এবং আইএনজিও সহজেই বুঝতে বা চিহ্নিত করতে পারি।

আসুন আইএএসসি'র সংজ্ঞাটি পরীক্ষা করে দেখা যাক। জাতিসংঘের ১৯৯১ সালের ৪৬/১৮২-নম্বর রেজুলিউশনের মাধ্যমে গঠিত আইএএসসি মানবিক সংকট মোকাবেলায় কর্মসূচি সমন্বয় সাধনের সর্বোচ্চ সংস্থা। আইএসসি'র Definition Paper, IASC Humanitarian Task Team, Localization Marker Working Group, 24 January 2018." পরীক্ষা করলে দেখা যাবে:

ক. স্থানীয় এবং জাতীয় বেসরকারি সংস্থা হলো 'ত্রাণ কর্মসূচিতে নিযুক্ত এমন সংগঠনসমূহ যাদের সদর দফতর এবং তাদের কার্যক্রম তাদের নিজেদের দেশেই পরিচালিত হয় এবং যেগুলো কোনও আন্তর্জাতিক এনজিওর অঙ্গপ্রতিষ্ঠান নয়'। 'দ্রষ্টব্য: স্থানীয় সংস্থা কোনও নেটওয়ার্ক, কনফেডারেশন বা জোটের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলেও তাকে তার অঙ্গসংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না, যদি স্থানীয় সেই সংস্থাটির স্বতন্ত্র তহবিল সংগ্রহ এবং পরিচালনা ব্যবস্থা বজায় থাকে' (মূল ইংরেজি থেকে ভাবানুবাদ, গ্র্যান্ড বারগেন স্বাক্ষরকারীগণ এই কথাগুলোর অনুসমর্থন করেছে)।

স্থানীয় ও জাতীয় বেসরকারি সংস্থাগুলো হলো:

ক.১. জাতীয় এনজিও / সিভিল সোসাইটি সংগঠন (সিএসও): জাতীয় এনজিও / সিএসওগুলি সাহায্য গ্রহীতা দেশে পরিচালিত হয়, যেখানে তাদের সদর দফতর, সেই দেশের একাধিক অঞ্চলে কাজ করে এবং কোনও আন্তর্জাতিক এনজিওর সেটি অঙ্গসংস্থা নয়। ধর্ম বা বিশ্বাসভিত্তিক সংস্থাও জাতীয় এনজিও'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

ক.২. স্থানীয় এনজিও / সিএসওস: স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলি কোনও আন্তর্জাতিক এনজিও / সিএসও'র অন্তর্ভুক্ত না হয়ে সহায়তা গ্রহীতা একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে । সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় বিশ্বাস-ভিত্তিক সংস্থাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আইএনজিও বিষয়েও উল্লেখিত এই দলিলটিতে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো অনুসারে যারা স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও নয়:

- *আন্তর্জাতিক এনজিওর অঙ্গসংস্থা: অর্থায়ন, চুক্তি, প্রশাসন, এবং / অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সংস্থাগুলি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। কোনও নেটওয়ার্ক, কনফেডারেশন বা জোটের অংশ।*
- *হলেও স্থানীয়/জাতীয় এনজিও হতে পারে যদি এই সংস্থাগুলি স্বতন্ত্রভাবে তহবিল সংগ্রহ এবং পরিচালনা ব্যবস্থা বজায় রাখে।*
- *ধনী দেশের আন্তর্জাতিক এনজিওগুলি: ওইসিডি বহির্ভূত সহায়তা গ্রহীতা দেশের এনজিও যদি সেই দেশের বাইরে কোন দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং যেখানে তার সদর দফতর থাকে, তবে সেটি একটি আইএনজিও। তবে সেই এনজিওটি একটি জাতীয় এনজিও হিসেবেও অভিহিত করা যাবে, যদি সেটি একটি মাত্র দেশে কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং সেই দেশেই তার প্রধান কার্যালয় থাকে।*
- *আন্তর্জাতিক এনজিও: যেসব এনজিও সহায়তা গ্রহীতা একাধিক দেশে কর্মসূচি পরিচালনা করে।*
- *বহুজাতিক সংস্থা: জাতিসংঘের সংস্থা (ইউএন) এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ।*

স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তবে, আমরা জানি উপরোক্ত সংজ্ঞায় উল্লেখিত 'দ্রষ্টব্য বা নোট'-কে কেন্দ্র করে উপরে উল্লেখিত আইএনজিও'র মতো অনেকে নিজেকে স্থানীয় ও জাতীয় উভয় ধরনের এনজিও হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ নিতে পারে। যেমনটি উক্ত আইএনজিও ইতিমধ্যে তার স্থানীয়করণ বিষয়ক বিশেষ রচনায় দাবি করেছে । উপরোক্ত সংজ্ঞার কিছু শব্দ বা বাক্য সেই আইএনজিওকে একটি স্থানীয়/জাতীয় এনজিও হিসেবে দাবি করার সপক্ষে ব্যবহার করার বিভ্রান্তিকর চেষ্টা হতে পারে, কিন্তু এর অনেক শব্দ এবং বাক্য সুস্পষ্টভাবে এটিকে জাতীয় বা স্থানীয় এনজিও হিসেবে অস্বীকার করে। একইভাবে, ধনী দেশগুলোর আইএনজিওগুলিকেও জাতীয় এনজিও হিসাবে বিবেচনা করা যায় না, যদিও এ বিষয়ে সংকীর্ণ কিছু বিভ্রান্তি রয়েছে।

ধনী দেশগুলোর স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন ফোরামে ইতিমধ্যে এসব বিভ্রান্তির স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। UNOCHA-র ওয়েবসাইট রিলিফওয়েবে প্রকাশিত এই সম্পর্কিত এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশিপ'র একটি রচনা দেখা যেতে পারে। সেখানে Localization Marker Working Group (LMWG)-এর পরামর্শগুলো মেনে চলার কথা বলা হয়েছে। জুন ২০১৭-এ গ্র্যান্ড বারগেন নেতৃবৃন্দের কাছে প্রেরিত নিয়ার (NEAR) এর পত্রেও এই কথাগুলো বলা হয়েছিলো। এ৪ইপি-এর মতো নিয়ারও তৃতীয় বিশ্বের এনজিও/সিএসওদের নেটওয়ার্ক।

স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থার সংজ্ঞা:

জাতীয় এনজিও / সিভিল সোসাইটি সংগঠন (সিএসও): জাতীয় এনজিও / সিএসওগুলি সাহায্য গ্রহীতা দেশে পরিচালিত হয়, যেখানে তাদের সদর দফতর, সেই দেশের একাধিক অঞ্চলে কাজ করে এবং কোনও আন্তর্জাতিক এনজিওর সেটি অঙ্গসংস্থা নয়। ধর্ম বা বিশ্বাসভিত্তিক সংস্থাও জাতীয় এনজিও'র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

স্থানীয় এনজিও / সিএসওসমূহ: স্থানীয় এনজিও / সিএসওগুলি কোনও আন্তর্জাতিক এনজিও / সিএসও'র অন্তর্ভুক্ত না হয়ে সহায়তা গ্রহীতা একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে । সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা এবং স্থানীয় বিশ্বাস-ভিত্তিক সংস্থাও এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

আইএএসসি গৃহীত চূড়ান্ত সংজ্ঞা ??

সহ-আহ্বায়কদের মাধ্যমে স্বাক্ষরকারীদের কাছে সংজ্ঞাগুলি প্রেরণের পর, উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশে কার্যালয় আছে এমন বহু আন্তর্জাতিক কনফেডারেশন তাদের সেসব দেশের কার্যালয়গুলোকে জাতীয় এনজিও'র জন্য বরাদ্দকৃত ২৫% তহবিল পাওয়ার যোগ্য করে তোলার কৌশল হিসেবে সংজ্ঞাগুলি নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরির চেষ্টা করেন। এর ফলে সংজ্ঞাগুলোকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিকৃত করা হয়েছে, এবং এর আগে পর্যন্ত অনুসৃত গণতান্ত্রিক কাঠামো লংঘন করে আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য।

*উল্লেখ্য যে, এলএমডব্লিউজি (*LMWG*) প্রস্তাবটির মূল ভিত্তি ছিলো বিশ্বব্যাপী ৪৫০ উত্তরদানকারীর দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে, যেখানে উল্লেখিত সংজ্ঞাগুলো ৯০% উত্তরদাতাই সমর্থন করেছে।*

এলায়েন্স ফর এম্পাওয়ারিং পার্টনারশিপ'র উল্লেখিত রচনায় উল্লেখিত কিছু বিষয়:

- *অনতিবিলম্বে স্থানীয় ও জাতীয় এনজিও বিষয়ে এলএমডব্লিউজি প্রদত্ত মূল সংজ্ঞার পুন:স্থাপন*
- *গ্র্যান্ড বার্গইন প্রতিশ্রুতিগুলোর চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অঙ্গীভূত না হয়ে কেবলমাত্র জন্মভূমিতে কর্মরত সংগঠনগুলিকে স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিৎ।*

সর্বশেষ গ্র্যান্ড বারগেন চুক্তিতে যেমনটা বলা হয়েছে, দয়া করে এই স্পিরিট বা চেতনাটি লক্ষ্য করুন: "সরকার, জনগোষ্ঠী, জাতীয় রেড ক্রস এবং রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং স্থানীয় নাগরিক সমাজের সমন্বয়ে জাতীয় এবং স্থানীয় দলই কোনও সংকটে প্রথম সাড়া দেয়, জরুরি অবস্থার আগে, জরুরি অবস্থার সময় এবং জরুরি অবস্থার পরেও তারা তাদের নিজেদের সমাজের জন্য কাজ করে। গ্র্যান্ড বারগেইন স্বাক্ষরকারীরা সংকট মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে যতটা সম্ভব স্থানীয় এবং প্রয়োজনানুযায়ী আন্তর্জাতিক মানবিক সেবাদানকারী- এই নীতি সমর্থন করে, সশস্ত্র সংঘাতের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও এটি স্বীকার করে। গ্র্যান্ড বারগেন স্বাক্ষরকারীরা অংশীদারিত্বের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়, এবং স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে সক্ষমতা প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে সক্ষমতা আরও শক্তিশালীকরা উচিৎ।

সুতরাং, স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিওর সংজ্ঞা সম্পর্কিত কোনও দ্বিধা প্রকাশ করা উচিত নয়। স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওর প্রতি গুরুত্বারোপ করতে হবে।

(৯) **বিডিসিএসও প্রসেস'র অবস্থান, এ জাতীয় পদগুলে শুধমাত্র স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওর জন্য বরাদ্দ রাখুন।** উপরুল্লেখিত বক্তৃতা ছাড়াও এক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান:

- যেহেতু আইএনজিওটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে যে তারা একটি আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের অংশ, এটিকে তাই স্থানীয় এবং জাতীয় সংস্থা হিসেবে দাবি করা উচিত নয়, যখন এটি স্থানীয়করণে বিশ্বাস করার কথা বলেছে। কারণ এই দাবি সংস্থাটিকে জাতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করার সুযোগ দেবে, যেমন, সংস্থাটি স্টার্ট ফান্ড বাংলাদেশের স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করে। এটি স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওদের জন্য একটি অসম প্রতিযোগিতা ক্ষেত্র তৈরি করে, কারণ আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের অংশ হিসেবে স্থানীয় ও জাতীয় সংস্থাগুলোর তুলনায় সেই আইএনজিওটির কতিপয় স্বতন্ত্র সুবিধা রয়েছে।

- আইএনজিওটির এই জাতীয় দায়িত্ব স্থানীয় ও জাতীয় এনজিওগুলিকে হস্তান্তর করা কথা বিবেচনা করা উচিত, যদি তারা স্থানীয়করণে উপর বিশ্বাস রাখে।

- আইএনজিওটির ওয়েবসাইট পরীক্ষা করে আমাদের মনে হয়েছে, স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওর সাথে তাদের অংশীদারিত্ব খুব একটা নেই, তাদের এই বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিয়েও তাই আমরা সন্দিহান।

- আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে, স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিওর কর্মীদের বা নেতাদের জন্য নেতৃত্বের সুযোগ করে দেওয়া উচিৎ। কারণ স্থানীয় এবং জাতীয় এনজিও নেতৃত্বের জন্য এই ধরনের সুযোগ বিরল।

(১০) **এলটিডব্লিউজি কি একটি পুরনো চাকা আবিষ্কার করতে চাইছে? যদিও তা অনেক আগেই পৃথিবীতে চাকা আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু কথা আর নয়, এখন কাজ করার সময়।** বিডিসিএসওপ্রসেস ২০১৭ সালের ১ অক্টোবর ২০১৭ একটি বিশেষ দলিল প্রকাশ করে, প্রায় ৫০ জন বিশিষ্ট স্থানীয়, জাতীয় এনজিও এবং নিরাপদের মতো নেটওয়ার্ক সেই দলিল বা ঘোষণাপত্র অনুসমর্থন করে। সেই দলিল বা রচনাটির নাম ছিলো- 'আমাদের প্রচলিত স্থান, আমাদের পরিপূরক ভূমিকা, ন্যায়সঙ্গত অংশীদারিত্ব, সার্বভৌম এবং দায়বদ্ধ নাগরিক সমাজের বিকাশ'। দীর্ঘ একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই দলিল বা রচনাটি তৈরি করা হয়, **এতে মূল যে ৫টি দাবি তুলে ধরা হয় সেগুলো হলো:**

১. আইএনজিওদের জাতীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ বন্ধ করা উচিত;

২. জাতিসংঘ এবং আইএনজিও'র অংশীদারিত্বের নীতিগুলিতে হুইসেল ব্লোয়িং, অভিযোগ নিষ্পত্তি নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা উচিত;
৩. অংশীদারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ন্যূনতম ১০% পরিচালন খরচ দিতে হবে, এছাড়াও ভবিষ্যতে প্রাতিষ্ঠানিক;
৪. উন্নয়নের জন্যও বরাদ্দ থাকা উচিৎ;
৫. জাতীয় এনজিওগুলো থেকে মেধা পাচার বন্ধ করুন, একই স্তরের যোগ্যতার জন্য সমতুল্য বেতন-ভাতার স্তর প্রবর্তন করুন;
৬. অংশীদারিত্বের চুক্তিতে সালিসির একটি ধারা এবং যৌথ/পারস্পরিক মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

স্থানীয়/জাতীয় এনজিওগুলোর ১৮টি সুনির্দিষ্ট দাবি :

১. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের এজেন্সিসমূহের প্রধান ভূমিকা হবে তৃতীয় বিশ্বের (গ্লোবাল সাউথ) স্থানীয় সুশীল সমাজকে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করা, মাঠ পর্যায়ে সরাসরি কার্যক্রম পরিচালনা করা নয়।
২. স্থানীয় পর্যায়ে কাজের নীতিমালা ও স্থানীয় এনজিওসমূহের সাথে অংশীদারিত্ব হবে স্বচ্ছতা ও সমতাপূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে, যা সর্বোচ্চ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ (inclusiveness) ও সমন্বয় বজায় রাখবে।
৩. স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের অংশীদারদের সাথে যোগাযোগের সময় বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিংঘের সংস্থাসমূহের সকল যোগাযোগের ভাষা হবে বাংলা।
৪. কোনো কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নতুন কোনো নেটওয়ার্ক গঠন করার আগে বিদ্যমান নেটওয়ার্কসমূহকে চালু রাখতে সহায়তা করতে হবে। এর প্রক্রিয়া হতে হবে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক।
৫. আন্তর্জাতিক এনজিওসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে "মানবতা ও দায়িত্বশীলতার অ-বৈশ্বিকীকরণ" এর বিরুদ্ধে নিজ দেশে ক্যাম্পেইন শুরু করতে হবে।
৬. তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর স্থানীয় প্রেক্ষাপট না বুঝে আর্থিক কর্মসূচি পরিচালনা স্থানীয় সুশীল সমাজ উন্নয়ন ও গণমুখী কর্মসূচি বাধাগ্রস্ত করে। তাই, আর্থিক কর্মসূচি হতে হবে স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে।
৭. আত্মমর্যাদা ও আত্ম-নির্ধারিত উন্নয়ন কৌশল তৈরি করাই হওয়া উচিত অগ্রাধিকার। সামর্থের মানদণ্ড হতে হবে সংশ্লিষ্ট প্রেক্ষাপট অনুযায়ী এবং হিসাব রাখার সামর্থ্যের (accounts-ability) চেয়ে জবাবদিহিতা (accountability) আগে বিবেচনা করা উচিত।
৮. স্থানীয়করণ মানে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ: জাতীয় পুলকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপনা, নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা থাকতে হবে জাতীয়/স্থানীয় এনজিওদের হাতে। মধ্যস্থতাকারী সংস্থা সৃষ্টি স্থায়িত্বশীলতার জন্য উদ্বেগের বিষয়।
৯. একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা গ্রুপের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত অঞ্চল বা জনগোষ্ঠী হতে উদ্ভূত ও নেতৃত্ব দানকারী স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওর অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কেবল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অন্য এলাকা থেকে স্থানীয় বা জাতীয় এনজিওর অস্থায়ী আমদানি বন্ধ করুন।
১০. বিশ্ব হিউম্যানিটারিয়ান সামিট ও গ্র্যান্ড বারগেইন দলিলের আলোকে ঘূর্ণিঝড় (যেমন রোয়ানু, মোরা) এবং বন্যা (যেমন সাম্প্রতিক হাওরের ঘটনা) সংক্রান্ত সকল সাড়াপ্রদান কর্মসূচি নিয়ে সকলের (জাতিসংঘের সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও, জাতীয় এনজিও, স্থানীয় এনজিও) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহনমূলক, বহুপাক্ষিক এবং উন্মুক্ত পর্যালোচনা করা উচিত।
১১. দুর্নীতির স্থানীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিতে হবে। নিন্দা, হুমকি ইত্যাদিকে এক করে দেখা কোনো সমাধান নয়। আমাদের নিজেদের সামর্থ ও জাতীয়/স্থানীয় এনজিওদের সুশাসনকে এ ব্যাপারে আগে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে।
১২. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে তাদের অংশীদারের সাথে প্রকল্পের খুঁটিনাটি বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। পরস্পরের ওভারহেড ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় নির্ধারণে যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
১৩. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকে তাদের ব্যয়ের সংস্কৃতিতে প্রয়োজনীয়তা ও বিলাসিতার পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। অন্তত মাঠ পর্যায়ে উন্নয়ন সেবার ক্ষেত্রে সকলকে একটি অভিন্ন ব্যয় কাঠামো অনুসরণ করতে হবে। আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোকে তাদের ব্যবস্থাপনা খরচ এক অংকে সীমিত রাখতে হবে।
১৪. বিদেশি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ হওয়া উচিত প্রয়োজনের ভিত্তিতে। স্থানীয় পারদর্শিতাকে অগ্রাধিকার দিন। সদ্য পাশ করা বিদেশি বিশেষজ্ঞদের গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী পদে নিয়োগ দেয়া পরিহার করা উচিত।

১৫. আমরা লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (এলসিজি) এবং হিউম্যানিটারিয়ান কোঅর্ডিনেশন টাস্ক টিম (এইচসিটিটি)-র মতো গুরুত্বপূর্ণ ফোরামে স্থানীয় যোগ্য প্রতিনিধিত্বের দাবি জানাই।

১৬. স্থানীয়করণের ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর কাছে জবাবদিহিতার বিকল্প নাই। কোর হিউম্যানিটারিয়ান স্ট্যান্ডার্ড (সিএইচএস) বা মৌলিক মানবিক মানদণ্ড এক্ষেত্রে রেফারেন্স ও সনদ হিসেবে বিবেচনাযোগ্য।

১৭. আন্তর্জাতিক এনজিও ও জাতিসংঘের সংস্থাসমূহকেই দায়িত্ব নিতে হবে, তাদের অংশীদারদের আত্মমর্যাদা ও দরকষাকষির সামর্থ অর্জনের জন্য একটি ন্যূনতম একক নীতিমালার ভিত্তিতে অভিন্ন এনজিও ঐক্য বা সমন্বিত প্রক্রিয়ার লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণমুখীনতা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য।

১৮. সর্বোপরি, আমাদের, জাতীয় ও স্থানীয় এনজিওসমূহের, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণমুখিতা ও জ্ঞানভিত্তিক কৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গি জন্য আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

খোলা চিঠি প্রেরণকারী বিডিসিএসও প্রসেস সদস্যবৃন্দ

নং	বিভাগ	এনজিও/সিএসও'র নাম	প্রধা নির্বাহীর নাম	স্বাক্ষর